তথ্য-ভিত্তিক উন্নয়ন-বিতর্ক প্রসারে

তথ্যপাতা

সংখ্যা ০৪ :: ২০১৩

বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থাপনা

অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা

- কৃষিখাতে উন্নয়ন সরাসরি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

২০১২-১৩ এর প্রাক্কলন অনুসারে দেশের মোট জিডিপিতে* কৃষির অবদান [১]

১৮.৭%

* (স্থির মূল্যে)

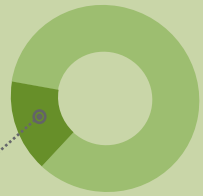

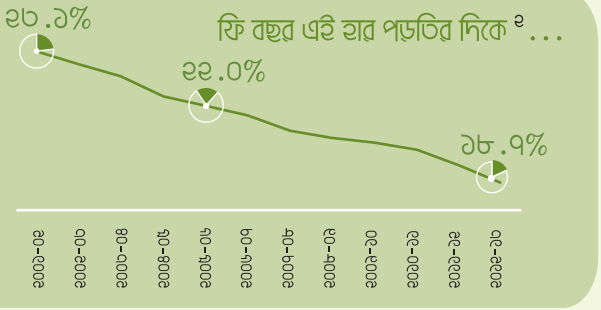

ফি বছর এই হার পড়তির দিকে [২]...

- তবে শিল্প খাতের কাঁচামাল সরবরাহে ও সেবা খাতের মধ্যে বিপণন, হোটেল রেঁস্তোরা এবং পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধিতেও **কৃষির পরোক্ষ অবদান** রয়েছে।

- কৃষিপণ্যের রপ্তানি থেকে প্রতিবছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের মাঝে কৃষি পণ্যের ভাগ **১২.০%** [৩]

যার মাঝে রয়েছে পাট, চা ও হিমায়িত খাদ্য।

- দেশের শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত তবে সরাসরি কৃষি খাতে নিয়োজিত দেশের শ্রমশক্তির

৪৭.৫% [৪]

প্রত্যক্ষ না হলেও **পরোক্ষ নির্ভরশীলতা** আমলে আনলে এই ভাগ আরও অনেক বড় হয়।

কৃষি উৎপাদন ও উপকরণ সরবরাহ

- বিগত চার দশকে **জনসংখ্যা দ্বিগুণ** হলেও খাদ্য শস্যের উৎপাদন **তিন গুণের** ও বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য উৎপাদনে এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষ, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশকের সুষ্ঠু ব্যবহার।

- সাম্প্রতিক কয়েক বছরের পরিসংখ্যান থেকেও **খাদ্যশস্য উৎপাদনের দৃঢ় ঊর্ধ্বগতি** লক্ষ্য করা যায়।

ভর্তুকি দিয়ে পূর্বনির্ধারিত মূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়। সেচের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজেল এবং বিদ্যুৎ ও ভর্তুকি মূল্যে বিতরণ করা হয়।

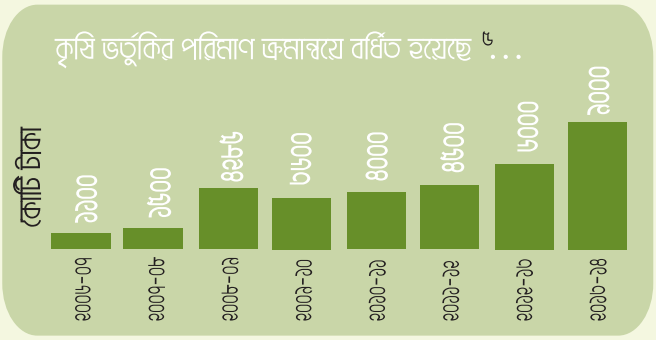

- কৃষকদের জন্য এই সেবা গ্রহণের নিমিত্তে দেশব্যাপী ভর্তুকি কার্ডের প্রচলন করা হয়েছে।

কৃষিঋণ দরিদ্র কৃষকদের জন্য একটি অতি জরুরি উপকরণ। যদিও ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থার জটিলতার কারণে অনেক চাষী এখনও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় উচ্চ সুদে মহাজনী ঋণ নিয়ে থাকে।

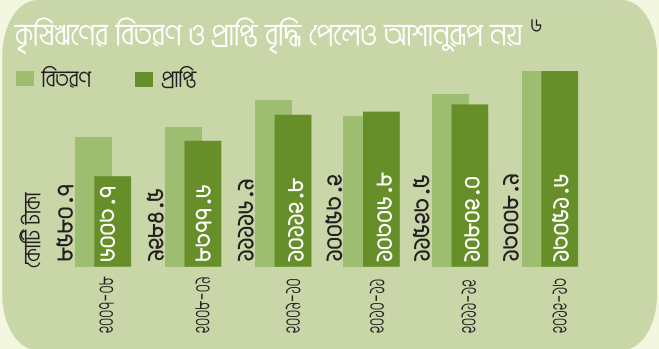

সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহ কর্মসূচী একদিকে যেমন কৃষকের উৎপাদন মূল্য নিশ্চিত করে, তেমনি অন্যদিকে দেশব্যাপী খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতাও নিশ্চিত করে।

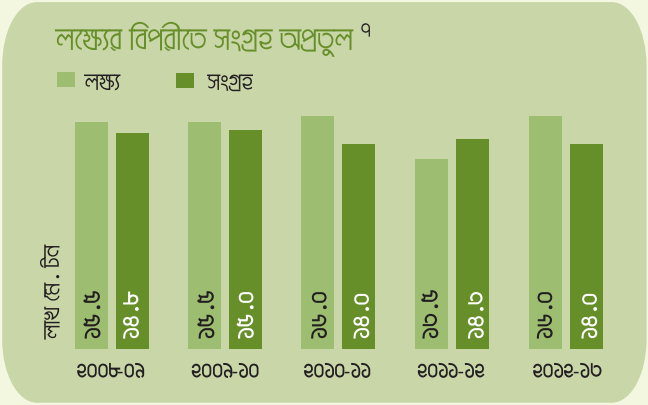

- সংগ্রহের ব্যাপ্তি ও পরিমাণ **প্রয়োজনের তুলনায় কম।** এছাড়াও সংগ্রহ কর্মসূচী শুরু হতেই বেশ দেরি হয়ে যায়।
- ফলে ধান/ চালের দাম কমে যাওয়ার আশংকা থাকে যা অনেক সময়েই কৃষকদের হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রদীপ সিএসও পার্টনার এবং তাদের নাগরিক সমাজ সংগঠন ডিপিপিএফ বা 'জেলা পাবলিক পলিসি ফোরাম' জননীতি প্রস্তুতি প্রক্রিয়া ও আইনি প্রক্রিয়ায় জনগণের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট।

কৃষি সেবা উন্নয়নে সিএসও পার্টনার ও ডিপিপিএফগুলো বর্তমানে যে বিষয়গুলো নিয়ে অ্যাডভোকেসি করছে তার মাঝে রয়েছে:

- কৃষকদের অধিকার নিশ্চিত করতে কৃষি আদালত স্থাপন করা।
- কৃষি উপকরণে প্রদেয় ভর্তুকি প্রান্তিক চাষীদের প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান।
- ক্ষুদ্র এবং বর্গাচাষীদের কৃষকদের জন্য সুদ মুক্ত ছাড়া ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা।

কৃষি উন্নয়নে করণীয়

বিগত কয়েক দশকে কৃষিখাত বেশ অগ্রসর হলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ সামলাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ জরুরি।

- ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১২০০০ কোটি টাকার ভর্তুকি বরাদ্দের পরে ২০১৩-১৪ এর বাজেটে কৃষিখাতে ৯০০০ কোটি টাকা ভর্তুকির প্রস্তাব করা হয়েছে। কৃষি খাতের উন্নয়ন বজায় রাখতে এই ভর্তুকির পরিমাণ ও ব্যবস্থাপনা আরও বাড়ানো প্রয়োজন ছিলো।
- ভর্তুকি সেবা বণ্টনের লক্ষ্যে স্বল্প মূল্যে ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এতে ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা বেড়েছে। সেবার সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য উপকারভোগী কৃষকের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করে রাখা প্রয়োজন।
- ২০১২-১৩তে প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঋণের পরিধি বৃদ্ধি, পল্লী অঞ্চলে ব্যাংকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও কৃষকদের ঋণে আগ্রহী করে তোলায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন।
- কৃষকের হাতে ন্যায্য উৎপাদনমূল্য পৌঁছে দিতে এবং দেশের সার্বিক খাদ্যমূল্যের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সরকারি সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গুদামজাত করার সুযোগ বৃদ্ধি করা জরুরি।
- পিএফডিএস ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর মাধ্যমে খাদ্য বিতরণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীর সমন্বিত তালিকা করে সম্পদের সর্বোচ্চ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- বন্যা ও ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মতো দৈব-দুর্বিপাকে উৎপাদনে ক্ষতি ঠেকাতে দুর্যোগ পূর্বাভাস ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার।
- সেই সাথে বন্যা, খরা বা লবণাক্ততা সহিষ্ণু শস্যের জাত উদ্ভাবন ও উৎপাদন করার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

১, ২, ৩, ৪. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়
৫. বাজেট বক্তৃতা, অর্থ মন্ত্রণালয়
৬. মেজর ইকোনমিক ইন্ডিকেটর, বাংলাদেশ ব্যাংক
৭. ফুড সিচুয়েশন রিপোর্ট, এনএফপিসিএসপি, খাদ্য মন্ত্রণালয়

তথ্যের জন্য যোগাযোগ- আই.আই.ডি > ইমেইল- email@iid.org.bd :: ওয়েবসাইট- www.iid.org.bd :: ফোন- (৮৮০২) ৯১০১০১৬

সহায়তায়: USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE, The Asia Foundation, UKaid from the British people
প্রকল্প সহযোগী— dnet
গবেষণা/বাস্তবায়ন— IID Institute of Informatics and Development

Disclaimer: This Info-Page has been developed under Promoting Democratic Institutions and Practices (PRODIP) program funded by USAID and UKaid and implemented by The Asia Foundation. The information provided on this Info-Page is not official U.S. Government information and does not represent the views or positions of UKaid, USAID or the U.S. Government or The Asia Foundation.